[redacted]

[redacted]

দর্শনায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ

দর্শনায় জাতীয়তাবাদী থানা স্বেচ্ছা সেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টায় দর্শনা ডাক বাংলো চত্বর থেকে একটি বনার্ঢ্য র্যালী বের হয়ে দর্শনা শহর প্রদক্ষিন করে দর্শনা ডাক বাংলোয় এসে শেষ হয়।

এরপর সমাবেশের মুল কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ দর্শনা খানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নুর আলম সিদ্দিকী মজনু।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত। তিনি স্বেচ্ছা সেবক দলের সকল নেতাকর্মীদের উদ্যোশে বলেন রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আর্দশ মেনে আগামীতে একটি দুর্নীতি ও শোষন মুক্ত দেশ গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার দুঃসাশনের অবসান ঘটিয়ে আবারও দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে সকলকে কাজ করে যেতে হবে এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আর্দশকে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আহম্মদ আলী, জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম সাবু, অনষ্ঠানের প্রধান বক্তা দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়কা হাবিবুর রহমান বুলেট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দর্শনা পৌর শাখার সমন্বয়ক সদস্য বিশেষ বক্তা নাহারুল ইসলাম, শরীফ উদ্দিন, রাশেদুল ইসলাম, দর্শনা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দর্শনা পৌর শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান মাষ্টার, দর্শনা থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক নাসীর উদ্দিন ও লৎফর রহমান, জালাল উদ্দিন,দর্শনা পৌর যুবদলে আহবায়ক জালাল উদ্দিন লিটন, থানা যুবদলে যুগ্ম সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, জালাল উদ্দিন, মহিম কুমার রতন, আব্দুল আজিজ ও মুহিন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা

করেন দর্শনা পৌর সদস্য সচিব আবু হেনা রনি।

দামুড়হুদা কাঁঠালতলায় গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন আহত

দামুড়হুদা উপজেলার কাঁঠালতলা নামক স্থানে গরু বোঝায় পাওয়ারট্রলি উল্টে ৪ জন গরু ব্যাবসায়ী মারাত্মক আহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা থানাধীন হাউলী ইউনিয়নের দর্শনা টু চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের জয়রামপুর কাঁঠালতলা নামক স্থানে রাত সাড়ে ৮ টার

দিকে একটি পাওয়ার ট্রলি মেহেরপুর হাটে গরু বেচাকেনা করে দুধপাতিলা নিজ বাড়ির উদ্দেশ্য যাওয়ার সময় কাঁঠালতলা নামক স্থানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা মেহগনি গাছের সহিত ধাক্কা লেগে গাড়িতে অবস্থান করা ০৭ জন গরু ব্যবসায়ি আহত হয়। এর মধ্যে জামাল (৫৫) পিতাাঃ মৃত আজিজুল সরদার, লালটু (৩৫) পিতাঃ মোসলেম, শিমুল (১৭) পিতাঃ হাবলু, খটুক (৩০) পিতাঃ কাসেম সর্বসাং উপজেলার দুধপাতিলা। এদের মধ্যে ০৪ জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় লোকজন দর্শনা ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ভিকটিম চারজন বর্তমানে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে শিমুলের অবস্থা আশঙ্কাজনক জনক।

আলমডাঙ্গায় স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলিফ উদ্দিন মোড়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শহিদুল কাউনাইন টিলু বলেন, আমাদের এখানে পুলিশ ছাত্রলীগ, যুবলীগ আওয়ামীলীগ আমাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছে। জেল খাটিয়েছে। আমার নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া অত্যান্ত অসুস্থ তারপরও তাকে জেলে রেখেছিল। আর তারেক জিয়াকে দেশে আসতে দেয়নি। এজন্য এই সরকারকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্ররা, ছাত্রদল, যুবদল সাধারণ জনগণ শেখ হাসিনাকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছে। তিনি চোরের মত পালিয়ে গেছে। তার মন্ত্রী-এমপিও চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তোমরা যদি এতোই ভালো কাজ করে থাকো, তাহলে পালাইয়ে গেলে কেনো। কই আমরা বিএনপিরা কেউ তো পালাইনি, আমার নেত্রী তো পলাইনি। আমাদের কোন নেতা পালাইনি। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমঙ্গীর পালাইনি। দুদু ভাই পালাইনি। আমরা জেলে গেছি কিন্তু পালাইনি।

তিনি বলেন, বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কেউ চাঁদাবাজী করে তাহলে আমাদের বলবেন। আমরা তার ব্যবস্থা নেবো। এই আলমডাঙ্গায় আওয়ামীলীগের যেমন অন্যায় করেছে। আওয়ামী লীগের মত অন্যায় এই আলমডাঙ্গায় হতে দেবো না।

আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-আহবায়ক মিঠু বিশ্বাস এর সভাপতিত্বে ও আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক তৌফিক খানের সঞ্চালনায় এ আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুরুল জাহিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির

সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম, আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আজাদ, রাজশাহী মহানগর ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদল নেতা কায়সুল কাউনাইন রুবেল, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব শফিকুল আজম ডালিম, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক রহিত, আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক রানা, রাসেল, আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহবায়ক জনি, সোহাগ, আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক নাজিম মোল্লা, পৌর যুবদলের যুগ্ন-আহবায়ক ফারুক হোসেন, আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মুন, উপজেলা যুবদলের নেতা সুলতানুল আরেফিন তাইফু, গাউসুল কাওনাইন সুষম, আব্দুল্লাহ, শামিম রেজা সাগর, সুন্নত, রিপন ডাক্তার, জুয়েল, মুন্নী, সোহাগ, আরিফুল, জনি, মনিহার, রাসেল, রাজু, জিগালা, হাসিব, মানিক, সিরাজুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক সামিউল হাসান সানী, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক লিখন, সাইড, ছাত্রদল নেতা সিজান, জাহিদ, টনি, রনি, জনি, যুবদলের কালু, সোহাগ, খালেদ, ডুবার, সালাম, সুমন, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ন-আহবায়ক নাজিব, সুমন।

আরও উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি, সেচ্ছাসেবক দল, যুবদল ও ছাত্রদলের সহস্রাধিক নেতাকর্মী।

প্রশাসক হিসাবে দর্শনা পৌরসভায় তাসফিকুর রহমানের যোগদান

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন করে স্বৈরাচারী সরকারকে বিদায় হওয়ার পর গত ১৯ আগষ্ট সারা দেশে স্থানীয় সরকার বিভাগের মেয়র পদ অপসারন করেন। অপসারনের পর দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসক হিসাবে যোগদান

করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌর ১ শাখার ১৮ আগস্টে ২০২৪ ইং তাং নিয়োগ প্রাপ্ত হন। গত ১৯ শে আগস্ট দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক হিসাবে যোগদান করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ১ম কর্ম দিবসে দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে বিকাল ৪ টায় পৌর হলরুমে মত বিনিময় করেন।

দর্শনা পৌরসভার প্রশাসক তাসফিকুর রহমান বলেন মানুষের সেবায় হবে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, দর্শনা পৌরবাসি সেবা গ্রহণ করতে এসে কেউ যেন হয়রানি শিকার না হয়। আমি শুনেছি পূর্বের মেয়র সাহেব ভালমনের মানুষ ছিলেন। মেয়র সাহেবের কাছে সেবা নিতে এসে খুশি মনে বাড়ি ফিরতেন পৌরবাসি। সেই সেবা আপনাদের মাধ্যমে দিতেন। আমিও চায় আপনাদের সাথে নিয়ে মানুষের সেবা দিতে। একই সাথে আপনাদের কে হুশিয়ারী করে বলতে চায় এখানে কোন দুর্নীতির সুযোগ নাই যে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে আইনি ব্যবস্থা নেব। জনগণের চাহিদা থাকে রাস্তাঘাট ড্রেন পরিষ্কার, রোড লাইট সহ জন্ম মৃত্যু সনদ সহজে সহায়তা করা। একই সাথে পৌর কর্মচারীদের বকেয়া বেতনভাতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। মত বিনিময় সভায় আরও আলোচনা করেন দর্শনা পৌরসভার সহকারি প্রকৌশলী ভারপ্রাপ্ত সচিব সাজেদুল আলম, পৌর কর নির্ধারক সরোয়ার হোসেন, কর আদায়কারী আরিফিন হোসেন, কার্য সহকারী হারুন অর রশিদ, লাইসেন্স পরিদর্শক মমিনুল ইসলাম, সহকারী কর আদায়কারী জাহিদুল ইসলাম। আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীরা।

দামুড়হুদায় চক্রান্তকরে ছেলেকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেওয়ার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কার্যালয়ে আসিয়া সংবাদ সম্মেলন করিতে কিছুটা বিলম্ব হইল।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে জেলা জামাতের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় দর্শনা প্রেসক্লাবে থানা জামায়াতের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুহুল আমীন বলেন, ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ফলে স্বোরশাসনের পতনের মাধ্যমে এ দেশে বিপ্লবী ছাত্র সমাজ, বঞ্চিত ও পেশাজীবি মানুষ আরো একবার স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহন করেছে। দেশে গণতন্ত্রের নামে একদলীয় শাসন শুরু হয়েছিলো আজ থেকে ১৬ বছর আগে। দেশের সকল সেক্টরে ছিলো দলীয় করণ। অফিসগুলোতে সুদ-ঘুষ বানিজ্য ছিলো এ দেশের প্রতিদিনের নৈমিত্তিক চিত্র। সাধারণ মানুষ এ সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে রুখতে পারেনি সত্য, কিন্তু তাদের দীর্ঘশ্বাস ৫ আগষ্ট নিয়ে আসতে সাহায্য করেছিলো। তাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ভিষন মানুষের কল্যান সাধন করা, দেশ পরিচালনা সৎ ও যোগ্য মানুষ তৈরী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এ সভার সভাপতিত্ব করেন দর্শনা থানা জামায়েতর আমীর রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামান, সহকারী সেক্রেটারি এ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল, সহ সেক্রেটারী, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, দর্শনা থানা সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমীর আজিজুল হক, সাবেক সেক্রেটারি গোলজার হোসেন প্রমুখ।

এ সময় দর্শনা প্রেসক্লাবে সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক ওসমান আলী,সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, হানিফ

মন্ডল, সহ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাহমুদ হাসান রনি, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, এফএ আলমগীর, মনিরুজ্জামান সুমন, আহসান হাবিব মামুন, মাসুম বিল্লাহ, আব্দুর রহমান, ইমতিয়াজ রয়েল, শ্রী সুকমল চন্দ্র দাস বাঁধন, ফরহাদ হোসেন, আবিদ হাসান রিফাত,দর্শনা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমীন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এ্যাড. আসাদুজ্জামানসহ কেরু এ্যান্ড কোম্পানির ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেনের সাথে কেরু অতিথি ভবনে এক মতবিনিময় করেন, তারপর দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার সাথে ও দর্শনা পুরাতন বাজার মন্দির কমিটির সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থী অপহরণ করে হত্যার দায়ে একজনের মৃত্যুদন্ড

চুয়াডাঙ্গা ভিজে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে (১৫) অপহরণ করে হত্যার দায়ে আসামি মো. মামুনকে (৩০) মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকার সোমবার চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত দায়রা জজ (২) আদালতের বিচারক মাসুদ আলী এ রায় প্রদান করেন। আদালতের সহকারি পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট শরীফ উদ্দিন হাসু জানান, ২০১৬ সালের ২৯ জুলাই দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের অস্টম শ্রেণীর ছাত্র মাহফুজ আলম সজিবকে আসামি মো. মামুনসহ চারজন অপরহরণ করে। তারপর তার পরিবারের কাছে ২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। মুক্তিপণের টাকা প্রদান না করে পরিবারের লোকজন বিষয়টি পুলিশ ও র্যাবকে অবহিত করে। ঘটনার দুই দিন পর মাহফুজ আলম সজিবের লাশ চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার সিএন্ডবি পাড়ার একটি বাড়ির ঢাকনা খোলা সেফটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করে র্যাব।

এ ঘটনায় নিহত সজিবের মামা মোঃ আব্দুল হালিম থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় মামুনসহ চারজনকে আসামি করা হয়। মামলা দায়েরের পর মামলার তিনজন আসামি ক্রসফায়ারে নিহত হন। জীবিত থাকে একমাত্র মো. মামুন। আসামি মো. মামুন দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের তোতা মিয়ার ছেলে।

মামলার তদন্তকারী অফিসার এসআই আব্দুল খালেক তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে থানায় চার্জশিট প্রদান করেন। মামলার মোট ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামি মোঃ মামুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামি মোঃ মামুনকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করার আদেশ দেন আদালতের বিচারক মোঃ মাসুদ আলী। মামলায় রায়ে আসামিকে আরো ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়।

শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পেরে অনেক আনন্দিত। শিক্ষকরাও কর্মে যোগদান করায় আগের রুপে ফিরতে শুরু করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো।

শিক্ষার্থীরা জানায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমরা পড়াশোনায় কিছুটা পিছিয়ে পরেছি। আমাদের সিলেবাস কভার করবো কিভাবে চিন্তায় পরে গিয়েছিলাম। সেই সাথে বাসায় বসে থাকতে থাকতে আমাদের বিরক্ত লাগছিল। বন্ধুদের সাথে দেখা করা ও খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিলাম। আবার সামনে আমাদের এস,এসসি পরিক্ষা। গত রবিবার থেকে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হয়েছে।

এতে করে আমরা অনেক আনন্দিত তেমনি আমাদের সামনে যে পরিক্ষা আছে সেটার প্রস্তুতি নিতে পারবো। কোন অসুবিধা হলে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সব রকম পরামর্শ নিতে পারবো। এ বিষয়ে শিক্ষকরা জানান কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা পিছিয়ে পরেছে। আমরা শিক্ষকরা চেষ্টা করব ছাত্র-ছাত্রীদের সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার।

এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে ক্লাস গুলোতে। আমরাও নিয়মিত ক্লাস নিতে পেরে আনন্দিত।

চুয়াডাঙ্গায় স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে সিলগালা।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান পরিচালনা করেছে। এতে এক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, তিন প্রতিষ্ঠানে সিলগালাসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত সতর্ক করা হয়েছে।

সোমবার চুয়াডাঙ্গার সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাদ হাসান জেলার সকল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সতর্ক করে। এরমধ্যে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীরাও দাবি তোলে অবৈধভাবে নিয়ম না মেনে চলা ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার। জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমাও অভিযান করতে নির্দেশনা দেন।

এরই পেক্ষিতে সোমবার যৌথ অভিযানে নামে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ। অভিযানে, সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ বাজারের বিআরএম

হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে বিভিন্ন বিষয়ে অনিয়ম পাওয়া যায়। অপারেশন থিয়েটারের মান সম্পন্ন নয়, সিজারিয়ানে একই ডাক্তার এনেসথেসিয়া দেয়া ও অপারেশন করা, ল্যাবের ব্যবস্থপনা সঠিক না হওয়াসহ বিভিন্ন অনিয়ম পাওয়া যায়। এসব অনিয়মে ভ্রাম্যমান আদালতে প্রতিষ্ঠানটিকে মেডিকেল প্যাকটিস এবং বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিজ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ ১৯৮০ এর ১৩ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা ও বন্ধ করে সিলগালা করা হয়।

এছাড়াও, সরোজগঞ্জ বাজারের মুন ডায়াগনস্টিক সেন্টারকেও বন্ধ ঘোষণা করে সিলগালা করা হয়। এর আগে অভিযানিক দল সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ বাজারে অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে মেসার্স ক্রিসেন্ট ফার্মেসী নামে এক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানেরই পাশের আরেকটি শাখাকে চূড়ান্ত সতর্ক করে। অভিযানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) এসএম আশিস মোমতাজ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন ডা. সাজ্জাদ হাসান ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আওলিয়ার রহমান।

সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আওলিয়ার রহমান বলেন, জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে এক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা, তিন প্রতিষ্ঠানে সিলগালা ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সকর্ত করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যহত থাকবে।